তারিখ ..21 MAY 2005 ...
পৃষ্ঠা - ১২ - কলাম - ৫

প্রথম আলো

সিলেট : শহরের অনেক কমিউনিটি সেন্টার এখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল -যুগান্তর

ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

সিলেট ব্যুরো

সিলেটে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। কোন ধরনের সরকারি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই সিলেটে গড়ে উঠছে একের পর এক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। শুধু সাইনবোর্ড সর্বস্ব এবং প্রচারভিত্তিক এসব স্কুলে বিরাজ করছে নানা অব্যবস্থাপনা। ব্রিটিশ কারিকুলামে পড়ানোর লোভ দেখিয়ে চলছে নানামুখী প্রতারণা। শিক্ষার গুণগতমান নয় উদ্যোক্তারা বাণিজ্যিক দিকটাই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। সাম্প্রতিককালে সিলেটে কমিউনিটি সেন্টারের চেয়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠেছে।

যার কারণে গত বছরের শেষের দিকে সিলেটে কমিউনিটি সেন্টারগুলো ভেঙে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্থাপনের হিড়িক পড়ে। নগরীর জেলরোডস্থ জয় কমিউনিটি সেন্টারে ওসমান আইডিয়াল স্কুল, উপশহরস্থ গ্রিন কমিউনিটি সেন্টারে ক্লাসিক ইন্টারন্যাশনাল এবং পীরমহল-র পিকক কমিউনিটি সেন্টারে ক্যামব্রিজ গ্রামার স্কুল গড়ে তোলা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন আবাসিক বাসা বাড়িতে এ জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়। সিলেটে অবস্থানরত প্রবাসীদের সন্তানদের টার্গেট করে এসব স্কুলমালিকরা নানা লোভনীয় প্রচারণায় মেতে ওঠে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এসব স্কুলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে।

খবর নিয়ে জানা যায়, এসব স্কুলের অধিকাংশেরই সিলেবাস ত্রুটিপূর্ণ। তাছাড়া অদক্ষ শিক্ষক এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মালিক পক্ষের আত্মীয়স্বজন দিয়ে শিক্ষকতা চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে এসব শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানো তো দূরের কথা, নিজেরাই ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন না। আবার বেশির ভাগ এ ধরনের স্কুল গড়ে উঠেছে সড়কের পাশে। ব্যস্ততম সড়কগুলোর পাশে থাকায় এসব স্কুলে শিক্ষার পরিবেশও বিঘ্নিত হচ্ছে। এসব স্কুলের মালিক ও কর্তৃপক্ষ অধিকাংশই ধর্মভিত্তিক ইসলামী রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। ফলে ইসলামী শিক্ষার একটি প্রভাব রয়েছে স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থায়। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা দিয়েছে। অপরদিকে এসব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে কেউ কেউ তীব্র ছাত্র সংকটেও ভুগছে। ১০/১২ জন শিক্ষার্থী নিয়ে বাহারি প্রচারণা করে চলছে প্রতিনিয়ত তারা। এছাড়া বাসায় বাসায় গিয়ে কমিশনের ভিত্তিতেও ছাত্র সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।

এদিকে ভর্তি ফি ও মাসিক বেতনের হারও মাত্রাতিরিক্ত মাত্রায় হওয়ায় অভিভাবকদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। অনেকের অভিযোগ, আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা পদ্ধতির কথা বলে শুধু বিলাসবহুল ডেকোরেশন দেখিয়ে এরা হাতিয়ে নিচ্ছে বিপুল অংকের টাকা। অথচ কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ফলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিপাকে পড়েছেন অভিভাবকরা। স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে সম্মুখীন হচ্ছেন নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের। ছোট পরিসরে এসব স্কুলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বেড়ে ওঠায়ও সৃষ্টি হচ্ছে নানা প্রতিবন্ধকতা। বিশেষ করে খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত খোলা জায়গা না থাকায় এদের মানসিক বিকাশের পথটাও সংকীর্ণ হয়ে উঠেছে এসব স্কুলে। যার ফলে অভিভাবকরাও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন ক্রমশ।

অপরদিকে এসব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের জন্য জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নেরও দাবি উঠেছে সম্প্রতি ঢাকায় একটি সেমিনারে। ওই সেমিনারে অভিভাবকরা প্রাইভেট স্কুলগুলোর নানা অবকাঠামোগত ত্রুটি এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও কথা তোলেন। তবে সিলেটের এসব স্কুলের পড়ালেখার পদ্ধতি অত্যন্ত নিচু মানের বলে অনেক অভিভাবক জানান।